মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুভ সংঘের বৃক্ষ রোপন

বসুন্ধরা-শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে শুভ সংঘের সদস্যরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনে বাতাবি, পেয়ারা, দেশি আতা, কদমসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন কর্মসূচী পালন করে। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপনকালে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা খাতুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক, কালের কণ্ঠ মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, বসুন্ধরা শুভ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুরুল আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম বকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মাসুম শেখ, কোষাধাক্ষ আসিফ ইকবাল শুভ, হাসানুজ্জামান, সদস্য আরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

শুভসংঘের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুর ইসলাম বলেন, ‘প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প গোষ্ঠি বসুন্ধরা গ্রুপ সমাজের উন্নয়নে অনেক কর্মসূচি পালন করে থাকে। বসুন্ধরা-শুভ সংঘ অনেক সামাজিক কাজ করে থাকে, তারই অংশ হিসেবে আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। অমরা মেহেরপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা করব। আমি বসুন্ধরা গ্রুপ
- শুভসঙ্গ এবং এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি’।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির জন্য বসুন্ধরা-শুভসংঘর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ধরনের কর্মসূচিতে তিনিও সম্পৃক্ত থাকতে চান।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, ‘বসুন্ধরা-শুভসংঘ আজ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই জানি ববৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। এটি শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতাই না, এটা এক ধরনের

সদকায়ে জারিয়া। আমি আশা করছি শুভসংঘ ভবিষ্যতেও এধরনের কর্মসূচি অব্যহত রাখবে।’

নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের সক্রিয় হিযবুত তাহরীর

প্রতিবছরই তারা এই আয়োজন করলেও এবারের অনলাইন সম্মেলনের টাইমিং ও উদ্দেশ্য প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিষিদ্ধের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও হিযবুত তাহরীরের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর পুলিশ বলছে, প্রচারণা থাকলেও বড় নাশকতার সক্ষমতা নেই জঙ্গি সংগঠনটির।

ঢাকার বেশকিছু ব্যস্ততম এলাকায় নতুন করে প্রচারণায় নেমেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর। ডেকেছে অনলাইন সম্মেলনও। সেই সম্মেলনের প্রচারণার পোস্টারে সয়লাব রাজধানীর বিভিন্ন দেয়াল। রাজধানীর পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, বাংলামোটর, রামপুরা, কলাবাগান এলাকার দেয়াল ছেয়ে গেছে নিষিদ্ধ সাংগাঠনের পোস্টারে।

এলাকার লোকজন বলছেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর কোন একসময় পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। তবে কারা কীভাবে লাগিয়েছে তা জানেন না স্থানীয়রা। তবে তাদের শঙ্কা, এভাবে ওরা সংগঠিত হয়ে বড় ধরনের কোন অপকর্ম ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন চোখের সামনে তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এব্যাপারে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘আমি মনে করি না বিষয়টি শুধু পোস্টারিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য যে ইউনিটগুলো কাজ করছে, তাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে যখন কেউ নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। তাদেরকে খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়ার কিছু নেই, তারা বিপদজনক।’

এদিকে পোস্টার লাগানোর ১২ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কারা কোথা থেকে এসে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেলো সে নিয়ে কোন তথ্য নেই থানায়। কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এখনও আমি বিষয়টি অবগত নই। আমি টহল টিম পাঠিয়ে এখনই খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি তারা কোনো ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনা ঘটার পরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে সুরাহা করা যাবে না উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলাজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, ‘অপরাধ দমনের জন্য প্রঅ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ দুটো পদ্ধতি থাকে। আমাদের এখানে প্রঅ্যাকটিভ উদ্যোগ দেখা যায় না। আমাদের যেনো দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো সিরিয়াসলি দেখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগুলো থামানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’

২০০৯ সালে সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বারবার তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তৎপর এ জঙ্গি সংগঠনটি। কথিত খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কখনও মিছিল আবার কখনও ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর আয়োজকরা চিহ্নিত হলেও এখনো তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

গাংনীতে বিফ ক্যাটল ফ্যাটেনিং ’’ বিষয়ক প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ১০ জন সদস্যর মাঝে ‘‘ব্যায় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিফ ক্যাটল ফ্যাটেনিং ’’ বিষয়ক প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় সদশ্যদের রাত্রি কালীন ঘর নির্মাণ বাবদ নগদ টাকা,ঘাসের

কাটিং, ইউরিয়া মোলাসেস ও কেঁচো সার তৈরীর উপকরণ বিতরণ করা হয়। পরে সদস্যদের সাথে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গরু মোটাতাজা করণের উপকারিতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরামর্শ প্রদান ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আর্থিক সহায়তায় পল্লী কর্ম -সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) বাস্তবায়ন করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের বিদায় সংবর্ধনা

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাককে গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, গাংনীর শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাংনী থানার বিদায়ী ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

সাংবাদিক জুলফিকার আলী কাননের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক কর্মকতার আব্দুল ওয়াদুদ, দেবীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কমী আজিজুল হক রানু ।

এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিক্ষক এস এম সেলিম রেজা, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী সাহাজুল ইসলাম সাজু, চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজ কন্ঠশিল্পী উদয়

বাউল, প্রভাষক ও সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম বকুল, কণ্ঠশিল্পী রোজিবুল ইসলাম, ও সাংবাদিক সাইদ হাসান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গাংনী থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বদলীজনিত কারনে যশোরের কতোয়ালী থানায় যোগদান করবেন। তিনি গাংনীতে ১ বছর ১০ মাস কর্মরত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় আর্টিকেল নাইনটিনের সাইবার ও ফ্যাক্টচেক বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় আর্টিকেল নাইনটিনের সাইবার ও ফ্যাক্টচেক বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে আফসার উদ্দিন গার্লস ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসায় এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এতে শিক্ষার্থী, সংবাদকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আফসার উদ্দিন গার্লস ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. হাফেজ মোহা: আব্দুল করিম
প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপন করেন আর্টিকেল নাইনটিনের (সাউথ এশিয়া) প্রোগ্রাম অফিসার মেহনাজ পারভীন, ফ্যাক্টচেকার, ফ্যাক্টওয়াচ শুভাশীষ দীপ ও সেন্টার ফর ল এন্ড পলিসি এ্যাফেয়ার্স’র আইসিটি পলিসি এনালিষ্ট তৌফিক আহমেদ শাহীন।

প্রশিক্ষণে ফ্যাক্টচেক বিষয়ক ধারণা, ফ্যাক্টচেকিং টুলস, ভুয়া তথ্য যাচাই, সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া তথ্য কিভাবে ছড়ায় ও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ এবং ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন লেখার কৌশল, ভুয়া ছবি ও ভিডিও চিত্রের ফ্যাক্টচেক করার পদ্ধতি, ফ্যাক্টচেকিং সাইট পর্যবেক্ষণ এবং সত্যতা যাচাই সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এসময় চ্যানেল আইয়ের কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি আনিসুজ্জামান ডাবলু,

কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিক,ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিথিধ মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু, ভোরের পাতার জেলা প্রতিনিধি কাঞ্চন হালদার, প্রতিদিনের বাংলাদেশের জেলা প্রতিনিধি দেবাশীষ দত্ত ও বার্তা টোয়েন্টিফোরের ষ্টাফ করেসপন্ডেন্ট এনএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সিটিজেন ফোরামের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

‘নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ সিটিজেন ফোরামের উদ্যোগে আজ শনিবার সকাল ১১টায় জেলা আইনজীবী সমিতি হলরুমে এই সেমিনার শুরু হয়।

সিটিজেন ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক ফজলুর রহমান খুররমের সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী সদস্য এ্যাড. সামছুল আলমের সঞ্চালনায় সেমিনারে আলোচক হিসেবে নাগরীকদের বিভিন্ন প্রশ্নের দেন ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষনের সহকারী পরিচালক নিশাত এবং ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাক আহম্মেদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জজ আদালতের পিপি এ্যাড. ইসমাইল হোসেন, আইনজীবী সমিতির সভাপতি রবিউল ইসলাম, বাসদ নেতা সমাজকর্মী তাহেরা বেগম জলি, সিনিয়র সাংবাদিক সাইফুল মাবুদ, নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, শাহানুর আলম, এ্যাড. আসাদুজ্জামান, সাবেক কাউন্সিলর ওবায়দুর রহমান, মতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, সমাজকর্মী সেলিনা আক্তার, জাসদ নেতা রাকিবুল ইসলাম, লাকী এবং জাফর আলী প্রমূখ।

এসময় বক্তারা পরিবেশ দুষণ, নাগরিক সুবিধা, দ্রব্যমূল্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, পৌরসভার নানা অনিয়ম এবং দুর্নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, আমাদের জনবল কম, মাত্র ৩জন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলায় কাজ করে যাচ্ছি অনিয়ম

শুনলেই প্রতিকার করার চেষ্টা করছি। একবারে সবকিছু ঠিক হবেনা আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। সম্মিলিত ভাবে অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে।

পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাক আহম্মেদ বলেন, শুধু পৌরসভার সভার উপরেই সব দায়িত্ব দিলে হবে না নাগরিকদেরর সচেতন হতে হবে। আপনারা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, নগরবাসীর টাকায় আমাদের বেতন হয়। সরকার নিদিষ্ট কোন উন্নয়ন খাতে টাকা দেন, সার্বিক ব্যয়ের জন্য কোন বরাদ্ধ সরকার দেন না। আপনাদের টাকায় পৌরসভা চলে এর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব আপনাদের রয়েছে। নাগরিক অধিকার সবার উপরে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে খারাপ আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

মেহেরপুর মটরশ্রমিক ইউনিয়নের চার সদস্য আজীবন বহিস্কার

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় ইউনিয়নের ৪ শ্রমিককে আজীবন বহিস্কার করা হয়েছে। অত্র ইউনিয়নের সংবিধানের ৫ (খ) ধারায় তাদের বহিস্কার করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো: মতিয়ার রহমান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বহিস্কৃতরা হলেন, শামীম রেজা (সদস্য নং ১৪৬৭), মো: এখলাছুর রহমান (সদস্য নং ১২৪৪), মো: আব্দুস সালাম (সদস্য নং ৩০০১) ও মো: জাহিদ হোসেন (সদস্য নং ৮৩৭)।

বহিস্কার পত্রে লেখা হয়েছে, অত্র ইউনিয়নের ৫ (খ) ধারা লঙ্ঘন করে সংগঠণ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় গত ৫/৯/২০২৩ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য পদ বাতিল করে সংগঠণ থেকে আজীবন বহিস্কার করা হলো।

আরও বলা হয়েছে, সংগঠনের সদস্য পদে থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠণ বিরোধী কার্যকলাপ করে বেড়াচ্ছেন। এছাড়া অবৈধ কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিভিন্ন অপরাধমুলক কাযক্রম যেমন নেশায় আসক্ত চুরি এবং বিভিন্ন অবৈধ কাযক্রম করে বেড়াচ্ছেন। যা সংবিধান বহিভূর্ত। বহিস্কারের অনুলিপি প্রশাসন, প্রেসক্লাবসব বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলার আয়োজনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শিক্ষা ও সেবামূলক কাজে দেশ বিদেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রেষ্ঠ জেলার মর্যদা পাওয়ায় বন্ধু আনন্দ-সংযোগ এবং এসএসসি উত্তীর্ণ বন্ধু সন্তান কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধণা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা কো- অর্ডিনেটর বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদিরের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক মহসিন আলীর সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন হামিদুল ইসলাম সেন্টু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় এডমিন প্যানেলের মডারেটর প্রভাষক লাবন্য মারু, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের পক্ষ থেকে শামস গোলাম হোসেন আবীর, ডা.ওয়ালিউর রহমান নয়ন, হাবিবুল করিম চঞ্চল, সাংবাদিক বখতিয়ার হোসেন বকুল, হাসানুজ্জামান পলাশ, শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, আজিম উদ্দিন, শিক্ষক মোজাম্মেল হক, শাহজাহান ঝন্টু, রাশেদুল ইসলাম, শাহ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান, প্রভাষক ইসমাঈল হোসেন, শারমিন দিলারা লুনা, শাহীন পারভেজ, সব্যসাচী সাহা রাজু, আখতার হোসেন ও আব্দুল মজিদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৮৮ ব্যাচের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রিফাত

রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, জহুরুল ইসলাম, মহিদুল ইসলাম সুমন, লিপু, চঞ্চল, সজল, বিপ্লব, উজিরপুর গ্রামের একরামুল হক, সাজ্জাদ হোসেন, বনানী, রকিব, মোমিন, ইমরান হোসেন দুদু, হাকিমুল বাশার, আমীর খসরু, কামাল, ফারুক, মুজিবুর রহমান, শংকর কুমার দেসহ অন্যান্যরা।

কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্মাননা ক্রেস্টসহ উপহার দেয়া হয় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, জায়নামাজ, বই, খাতা ও কলম। ১৯৮৮ ব্যাচের একজন ১৯৮৮ সালে অকৃতকার্য হলেও এবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে। তাকেও বন্ধুদের পক্ষ থেকে বরণ করে নেয়া হয় এবং সংবর্ধনা দেয়া হয়। এছাড়াও এক বন্ধুর মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তী হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫ টি থানা থেকে প্রায় ৭০ জন এসএসসি ১৯৮৮ ব্যাচের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এসএসসি ৮৮ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান সারাবাংলা ৮৮ প্যানেল ৬৪ টি জেলাসহ ৬২ টি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

গাংনীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্দোগে গাংনী উপজেলার ৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে।

আজ রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপন প্রচারাভিযান শুরু হয়।

এসময় স্কুলভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টে জয়ী ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষরোপণে উদ্ধুদ্ধ করনের লক্ষ্য নিয়ে তাদের মাঝে দুই হাজার লেবু ও তিন হাজার পেয়ারার চারা বিতরণ করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারি হেলাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গাছের চারা বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গোপালনগর লুৎফুনেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান অতিথি মোঃ হাসান আল নুরানি, হিজলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মিজানুর রহমান, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রদান শিক্ষক মোছাঃ দিলরুবা সুলতানা, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন, ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোকাদ্দেস আলী প্রমুখ।

কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন, রক্তদানে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান

আর্তমানবতার সেবাই কাজ করছে গাংনী উপজেলার কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন। মূমূর্ষ রোগীদের বিনামুল্যে রক্ত প্রদান, রক্তের গ্রুপ নির্নয় ও অসুস্থ রোগীদের কল্যানকর কাজ করে এখন সংগঠনটি মানুষের মুখে মুখে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করছেন এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

“গিফট লাইফ, গিভ ব্লাড” শ্লোগান নিয়ে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের একদল ইয়ূথ লিডারদের উদ্দোগে ২০২৩ সালের ১লা জানুয়ারী স্বেচ্ছায় রক্তদানকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ এর ৪৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য সার্বক্ষণিক প্র¯তুত । সংগঠণটি এখন পর্যন্ত ২৫৭ জন মুমূর্ষ প্রাণ বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে। ‘

‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ এখন থেকে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী

প্রজেক্ট বাংলাদেশ” এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালনা কমিটিতে রয়েছে সভাপতি, মোঃ নাছিম আহমেদ, সহ-সভাপতি মোঃ লিটন বাদশা, ও মোঃ মিঠন রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (সাজু), যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ তুহিন রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মফিজুল ইসলাম, মোঃ রায়হান হোসেন ও মোঃ চন্দন, দপ্তর সম্পাদক মোঃ সোহেল আহাম্মেদ, উপ-দপ্তর সম্পাদক মোছাঃ সোনিয়া খাতুন, প্রচার সম্পাদক মোঃ শিমুল হোসেন, উপ- প্রচার সম্পাদক মোঃ হৃদয়, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ রিয়া আহমেদ, উপ-ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ মোহনা আক্তার, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ইসমাইল হোসাইন, ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সাব্বির হোসেন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ তামান্না আক্তার, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ তাসমিনা খাতুন, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ ইভা খাতুন, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ সাদিয়া ইসলাম।